ভোরের কাগজ

৫৭

তারিখ ... NOV. 18 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ২ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠক

সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান কার্যক্রমে সদস্যদের অসন্তোষ

মানস ঘোষ : জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে বলা হয়, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সঠিকভাবে নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য ব্যয়বহুল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব প্রবণতা বন্ধ করা প্রয়োজন বলে বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সার্বিক কার্যক্রম এবং দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর মঞ্জুরি কমিশনের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম নাহিদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন বিভাগ খোলা এবং শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসি'র বিদ্যমান অনুমোদনের বিধান অনুসরণ করা হয় না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে সদস্যরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম খতিয়ে দেখতে সুপারিশ করেন। বৈঠকে জানানো হয়, দুএকটি ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই অনুমোদনের শর্ত মেনে চলে না।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রম অবনতিশীল শিক্ষার মান নিয়ে সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা লেখাপড়া ও গবেষণার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেতন-ভাতা খাতে অধিক ব্যয়ের অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে বলেন, এ ধারা চলতে দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, বৈঠকের শুরুতে ইজিসির দেওয়া কার্যপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট খরচের ৭৫ ভাগই বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয় বলে জানানো হয়। কার্যপত্রে বলা হয়, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট বাজেটের ৯০ ভাগই অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকে।

কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বর্তমানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রায় ৫ জন ছাত্রের বিপক্ষে একজন করে কর্মকর্তা বা কর্মচারী রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের এটিও একটি অন্যতম কারণ।

বৈঠকের সুপারিশে বাজেট অনুসারে ব্যয় এবং নিয়মের বাইরে ব্যয় না করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও নিজেদের আয় বাড়ানোর জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

নতুন কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদনের পূর্বে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি মোতাবেক সকল শর্ত পূরণ করছে কিনা তা ভালো করে পর্যালোচনা করার পর মঞ্জুরি প্রদানের ওপর বৈঠকে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়াও মঞ্জুরিপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন করে তার নিশ্চয়তা বিধান প্রয়োজন বলে বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, হুইপ উপাধ্যক্ষ মোঃ আবদুস শহীদ, অধ্যাপক মোঃ আবদুল কুদ্দুস, কাজী সিরাজুল ইসলাম বৈঠকে অংশ নেন। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদলীয় সদস্যরা বৈঠক বর্জন করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিভিন্ন মহলের সঙ্গে মতবিনিময় অব্যাহত রেখেছেন উপাচার্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল বায়েস গতকাল বুধবার প্রক্টর, সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, অফিসার সমিতি, কর্মচারী সমিতি ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পৃথক পৃথক মতবিনিময় সভায় অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তারা প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সভাগুলোতে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির, রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আলী, প্রক্টর অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, অফিসার সমিতির সভাপতি ডা. এ টি এম আবদুল হান্নান, সহসভাপতি মীর আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফতাবউদ্দিন আহমেদ এবং কর্মচারী সমিতি ও ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষা-গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানান। তার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর যাতে কেউ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করতে না পারে সে বিষয়ে কঠোর হওয়ার সুপারিশ করেন। বিজ্ঞপ্তি।